Cosmo School

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ

বিষয়ঃ বাংলা ২য় পত্র

রূপতত্ত্ব (১ম অংশ)

তারিখঃ ০৭/০৭/২০২০

শব্দঃ

দুই বা তার চেয়ে বেশি ধ্বনি মিলে তৈরি হয় শব্দ। অর্থাৎ কিছু ধ্বনি একসাথে মিলে যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে আমরা শব্দ বলে থাকি। যদি অর্থ প্রকাশ না করে তবে তা শব্দ হবে না। যেমনঃ ক + ল + ম = কলম। কলম ভেঙে আমরা ক, ল, ম এই তিনটি ধ্বনি পেলাম। কলম শব্দের অর্থ আছে। একইভাবে মা, বই, ফুল ইত্যাদি অনেক শব্দ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

শব্দের গঠনঃ

শব্দের গঠন বলতে বোঝায় শব্দ তৈরির বা নির্মানের প্রক্রিয়া। শব্দ কিভাবে সৃষ্টি হয় তা আমরা শব্দ গঠন থেকে জানতে পারি। নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে শব্দ গঠন বলা হয়। শব্দ গঠনের জন্য **প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ** ও **সমাস** এই চারটি ভাষিক উপাদান প্রয়োজন হয়।

১। প্রত্যয়ঃ

ক্রিয়া মূল বা শব্দের পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। প্রত্যয় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ এর নিজের কোনো অর্থ নেই। যেমনঃ বিমান + ইক = বৈমানিক। এখানে ‘বিমান’ শব্দের পরে ‘ইক’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। ‘ইক’ এর কোনো অর্থ নেই তাই ‘ইক’ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যয় দুই প্রকারের হয়। যথাঃ

 # কৃৎ প্রত্যয়ঃ ক্রিয়া মূল এর পরে যে প্রত্যয় বসে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমনঃ পড় + আ = পড়া।

 # তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ নাম বাচক শব্দের পরে যে প্রত্যয় বসে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমনঃ জমি + দার = জমিদার।

২। বিভক্তিঃ

ক্রিয়া মূল বা শব্দের পরে বিভক্তি যুক্ত করা হয়। প্রত্যয় এর মত বিভক্তিরও স্বাধীন ব্যবহার নেই। অর্থাৎ এর নিজের কোনো অর্থ নেই। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করা হয়। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ক্রিয়া মূল বা শব্দের পরে বসে পদ গঠন করে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার। যথাঃ

 # ক্রিয়া বিভক্তিঃ ক্রিয়া মূলের পর যে বিভক্তি বসে তাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমনঃ বাবা অফিসে যাবেন। এখানে যাবেন পদকে ভাঙলে যা + ইবেন পাওয়া যায়। এখানে 'যা' ক্রিয়ামূলের সাথে 'ইবেন' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

 # শব্দ বিভক্তিঃ শব্দ মূলের পর যে বিভক্তি বসে তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। যেমনঃ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। এখানে বুলবুলিতে পদকে ভাঙলে বুলবুলি + তে পাওয়া যায়। এখানে বুলবুলি শব্দমূলের সাথে 'তে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। একইভাবে, মামা + র = মামার, ছাত্র + দের = ছাত্রদের ইত্যাদি শব্দ বিভক্তির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

প্রত্যয় ও বিভক্তির পার্থক্যঃ

শব্দের সাথে প্রত্যয় যুক্ত হলে নতুন শব্দ গঠিত হয় এবং স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ আমি হাতি পালি। এখানে হাত + ই = হাতি। 'হাত' এর সাথে 'ই' যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ 'হাতি' তৈরি হয়েছে।

শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত হলে কোনো নতুন শব্দ গঠিত হয় না। শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত করে তাকে বাক্যে ব্যবহার করতে হয়। স্বাধীন শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণঃ আমার হাতে কলম আছে। এখানে হাত + এ = হাতে এখানে 'হাত' এর সাথে 'এ' যুক্ত হয়ে 'হাতে' হয়েছে তবে দুটোর অর্থ একই। নতুন কোনো শব্দ তৈরি হয়নি।

৩। উপসর্গঃ

যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ ক্রিয়ামূল বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে ঐ সব অব্যয়সূচক শব্দাংশকেই উপসর্গ বলে। যেমনঃ 'ধান' একটি মূল শব্দ। এর পুর্বে 'প্র' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'প্রধান' যার অর্থ 'মূখ্য', 'মূল'। আবার 'ধান' এর পূর্বে 'পরি' উপসর্গ যোগ করলে হয়

‘পরিধান’ যার অর্থ হয় ‘ কাপড় বা গয়না পরা’। আবার ‘ধান’ এর পূর্বে ‘বি’ উপসর্গ যোগ করলে হয় ‘বিধান’ যার অর্থ হয় ‘নিয়ম’ বা ‘নীতি’।

৪। সমাসঃ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা তার চেয়ে বেশি পদকে একটি পদে পরিণত করার মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করার যে প্রক্রিয়া তাকে সমাস বলে। যেমনঃ দিন দিন = প্রতিদিন। এখানে দিন এবং দিন শব্দ দুটিকে এক করে প্রতিদিন শব্দটি পাওয়া যায়। একইভাবে মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি = মৌমাছি, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন সমাস-সাধিত শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী?

২। প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। ক্রিয়ামূলের সাথে যে প্রত্যয় যোগ হয়ে শব্দ গঠন করে তাকে কী বলে?

৪। উপসর্গ কোথায় বসে?

৫। উপসর্গ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।

৬। শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৭। শব্দমূলের শেষে যে বিভক্তি বসে তাকে কী বলে?

৮। শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়?

৯। বিভক্তি কোথায় বসে?

১০। বিভক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১১। ক্রিয়া বিভক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১২। সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১৩। প্রত্যয় শব্দের কোথায় বসে?

১৪। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১৫। তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

শিক্ষক -

শাহরিন সুলতানা মৌলী